বার্ষিক পরিকল্পনা-২০২৪-২০২৫

উপজেলা পরিষদ
জলঢাকা, নীলফামারী

বার্ষিক পরিকল্পনা- ২০২৪-২০২৫, জলঢাকা, নীলফামারী

- ❖ উপদেষ্টা

  সাদ্দাম হোসেন পাভেল
  সংসদ সদস্য
  নীলফামারী-৩ সংসদীয় আসন

- ❖ সার্বিক সহযোগীতায়

  মো: আনছার আলী মিন্টু
  চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।
  মো: শাহিনুর ইসলাম
  ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।
  মনোয়ারা বেগম
  মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

- ❖ সম্পাদনায়

  জি আর সরোয়ার
  উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও
  সভাপতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী কমিটি, জলঢাকা, নীলফামারী।

- ❖ কারিগরী সহযোগীতায়

  পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগীর কমিটি (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

  অর্থ, বাজিট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরোন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

  মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা ডেভেলভমেন্ট ফ্যাসিলেটর, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জলঢাকা, নীলফামারী।

- ❖ ডিজাইন

  মোঃ জয়নাল আবদিন
  সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
  উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী।

- ❖ প্রকাশক ও গ্রন্থসত্ব

  উপজেলা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী।

- ❖ প্রকাশকাল

  জুলাই/২০২৪

বার্ষিক পরিকল্পনা-২০২৪-২০২৫

উপজেলা পরিষদ
জলঢাকা, নীলফামারী

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদ নবিন হলেও স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ন প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও জলঢাকা উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা বিবেচনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাহিদার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিতভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়ন করেছে।

জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বর্তমান অর্থনৈতিক চালচিত্র,বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে চলমান ও বাস্তাবায়নযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রম ও আর্থসামাজিক মানদন্ডে উপজেলার বর্তমান অগ্রগতি বিবেচনা করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। জলঢাকা উপজেলার পরিষ্থিতি বিশ্লেষনের মাধ্যমে সম্পদের চিত্রায়ন, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষন করার মাধ্যমে কৌশলগত লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও প্রধান প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে। নিজস্ব তহবিল,সরকারের উন্নয়ন অনুদান (এডিপি, ইউজিডিপি), সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং স্থানীয় উন্নয়ন অংশীজনের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর রুপরেখা প্রয়ন করা হয়েছে।

সম্পদ, সমস্যা, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং খাতভিত্তিক উন্নয়ন উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে প্রনীত জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ একটি চমৎকার ও গুরুত্বপুর্ন উদ্যোগ। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলঢাকা উপজেলা পরিষদের সক্ষমতার উন্নয়ন হবে এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনাংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়ন চাহিদা পুরনে সহায়ক সহায়ক হবে।

জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তাবায়িত হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ ও যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো, যুব ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং মহিলা ও শিশুকল্যাণ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক খাত এবং স্থানীয় পর্যায়ের জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ বির্নিমাণ, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নয়ন এবং এসডিজি, জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় হউক জলঢাকাবাসীর ।

মোঃ আনছার আলী মিন্টু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
জলঢাকা, নীলফামারী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

স্থানীয় উন্নয়ন তরান্বিতকরণ ও জনগনের কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিতকরনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। সঠিক পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়ন। জলঢাকা উপজেলা পরিষদের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১১) ধারা ৪২ মোতাবেক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ডোমার উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়ন করেছে।

উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল,সরকারের উন্নয়ন অনুদান (এডিপি, ইউজিডিপি), সক্ষমতা, সম্পদ, সমস্যা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, খাতভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনা করে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতায় আইন ও বিধি অনুসরণ পুর্বক জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার ইস্যু, সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিবেচনা করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ জলঢাকা উপজেলা পরিষদের একটি উন্নয়ন রুপরেখা এবং সমন্বিত পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াস । উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উক্ত পরিকল্পনা জলঢাকা উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন তথা তৃনমুলের সন্তুষ্ঠি অর্জনে সঠিক পথ দেখাবে। উক্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগনের সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে।

জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় তৃণমুলের উন্নয়ন চাহিদা পুরণ হবে, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে, উন্নয়ন কার্যক্রম তরান্বিত হবে, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জণ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বির্নিমাণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

জলঢাকা উপজেলা পরিষদের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াস সফল হউক । বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি । উক্ত পরিকল্পনা প্রনয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ।

(জি আর সরোয়ার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জলঢাকা, নীলফামারী

সূচীপত্র

ভূমিকা	৮
উপজেলার পটভূমি	৯
উপজেলার ইতিহাস	৯
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	৯
জলঢাকা উপজেলার নামকরণ	৯
ভৌগলিক পরিচিতি	৯
জলঢাকার ভাষা ও সংস্কৃতি	১০
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ	১০
মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি	১০
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন	১০
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১০
শিক্ষার হারঃ	১০
উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	১০
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস	১০
প্রধান কৃষি ফসল	১০
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি	১১
প্রধান ফল-ফলাদি	১১
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১১
পানীয় জলের উৎস	১১
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১১
হাট বাজার ঃ	১১
নদ-নদী ঃ	১১
প্রচলিত খেলা ঃ	১১
জলঢাকা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১২

ছক-১ঃ জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ১২

উপজেলার মানচিত্রঃ ১৩

পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ 13

বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমঃ 14

রূপকল্প 24

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহ: ২৫

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) ২৭

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ৩০

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়ন জুন/২০২৩ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে জুলাই/২০২৩ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্তিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্প সারসংক্ষেপ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্তিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে বার্ষিক পরিকল্পনার ২০২৪-২০২৫ রূপকল্প খাতওয়ারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলঢাকা উপজেলা পরিস্তিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি (০৫) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

উপজেলার পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদমতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সংবিধানে স্পষ্টতঃই উলেস্নখ আছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' এবং এই প্রতিষ্ঠান সমূহ (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; এবং (গ) জন সাধারনের কার্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন করতে পারবে। এ আলোকেই বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে পরিচালিত নির্বাচন সমূহে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থানীয়ভাবে বাসত্মবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা সমূহে সরকার কর্তৃক সম্পদের পরিমানও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময় কালকে ভিত্তি করে প্রনীত হয় এবং দায়িত্বন্টন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মূলত এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। পরিকল্পনা প্রনয়নে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রাধীকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নে "রোডম্যাপ" উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা কে চিহ্নিত করে তা সমাধান কল্পে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং নিম্ন পর্যায়-উচ্চ পর্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে কাঙিখত ফলাফল অর্জন তথা প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করে জলঢাকা উপজেলা পরিষদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর হতে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিত সকল উন্নয়ন খাতের অগ্রগতি নিশ্চিত কল্পে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভেলভমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলার ইতিহাস

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

❖ **জলঢাকা উপজেলার নামকরণ**

ওয়ারেন হেস্টিংস এর ভারত শাসন আমলে আজকের এই উপজেলা পদ্ধতিকে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে তৎকালীন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে অপরাধ দমনের পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এ থানা ঘিরে পরিচালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের থানাগুলিকে মানোন্নীত থানায় ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয় করনের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নের সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়। মুলতঃ ১৪ মার্চ ১৯৮৩ তারিখ জলঢাকাকে প্রশাসনিক মানোন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং একই বছর উপজেলা ঘোষিত হলেও জলঢাকার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জলঢাকা আসামের কামরুপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আনুমানিক ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে কামরুপ রাজ্যের রাজা ভগদত্ত এ রাজ্য শাসন করতেন। কুচবিহারের জলঢাকা নামে একটি নদী ভূটান থেকে উৎপন্ন হয়ে এ উপজেলায় এসে তিস্তা নদীর মূল স্রোতধারায় বাহিত হত বলে নদীর নামে এ স্থানের নাম হয় জলঢাকা। আবার অনেকে মনে করেন স্থানটিতে তিস্তা ও করতোয়া নদীর মিলিত স্রোত প্রবাহিত ছিল। জলে ঢাকা ছিল বলে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করলে জেগে উঠা স্থানটির নাম হয় জলঢাকা।

❖ **ভৌগলিক পরিচিতি**

জলঢাকা উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩°২৯' এবং ২৩°৪২' এর মধ্যে ৯০°৫৯' এবং ৯১°০৫' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তরে ডিমলা ও ডোমার উপজেলা, দক্ষিণাংশে কিশোরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে নিলফামারী জেলা উপজেলা। ওয়ারেনয হেস্টিংস এর ভারত শাসন আমলে আজকের এই উপজেলা পদ্ধতিকে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে তৎকালীন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে অপরাধ দমনের পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এ থানা ঘিরে পরিচালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের থানাগুলিকে মানোন্নীত থানায় ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করনের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নের সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়। মুলতঃ ১৪ মার্চ ১৯৮৩ তারিখ জলঢাকাকে প্রশাসনিক মানোন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং একই বছর উপজেলা ঘোষিত হলেও জলঢাকার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জলঢাকা

আসামের কামরূপ রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল। আনুমানিক ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে কামরূপ রাজ্যের রাজা ভগদত্ত এ রাজ্য শাসন করতেন। কুচবিহারের জলঢাকা নামে একটি নদী ভূটান থেকে উৎপন্ন হয়ে এ উপজেলায় এসে তিস্তা নদীর মূল স্রোতধারায় বাহিত হত বলে নদীর নামে এ স্থানের নাম হয় জলঢাকা। আবার অনেকে মনে করেন স্থানটিতে তিস্তা ও করতোয়া নদীর মিলিত স্রোত প্রবাহিত ছিল। জলে ঢাকা ছিল বলে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করলে জেগে উঠা স্থানটির নাম হয় জলঢাকা ।

❖ **জলঢাকার ভাষা ও সংস্কৃতি**

বাঙ্গালী জনগোষ্টির গ্রামাঞ্চলে বসবাস কারীরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকে যা ''রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা'' নামে খ্যাত। ভাওয়াইয়া গানে এ জেলার আঞ্চলিক ভাষার হৃদয়স্পর্শী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিয়ে, বৌভাত,নবান্ন ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান বাঙ্গালী সাংস্কৃতির পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

❖ **প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ**

রাজা ধর্মপালের গড় (ধর্মপাল ইউনিয়ন), রাজা হরিশচন্দ্রের পাট (খুটামারা ইউনিয়ন), ভীমের ধাপ (গোলনা ইউনিয়ন)।

❖ **মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি**

১৯৭১ সালে পাকসেনারা জলঢাকা হাইস্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় নিরীহ লোকদের ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে।

❖ **মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন**

গণকবর ২ (কালীগঞ্জ এবং জলঢাকা হাই স্কুলের পিছনে)।

❖ **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান**

মসজিদ ৩১৭, মন্দির ২৫, মাজার ২, তীর্থস্থান ১।

❖ **শিক্ষার হারঃ**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৩৩.০%;
পুরুষ ৩৮.৯%, মহিলা ২৬.৮%।

❖ **উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

জলঢাকা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় (১৯৭২), রাবেয়া চৌধুরী ডিগ্রি মহিলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৪), জলঢাকা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (১৯৯৫), জলঢাকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭), জলঢাকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৪০), শিমুলবাড়ী এস সি উচ্চ বিদ্যালয়, গোলমুন্ডা ফাজিল মাদ্রাসা (১৯১৯)।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী অবলুপ্ত: সাপ্তাহিক জলতরঙ্গ ও সাপ্তাহিক জলকথা।

❖ **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান**

লাইব্রেরি ২, ক্লাব ১৯, নাট্যদল ২, নাট্যমঞ্চ ১, সিনেমা হল ৪, মহিলা সংগঠন ৬৪, খেলার মাঠ ৪৫, সংগীত একাডেমি ২।

❖ **জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস**

কৃষি ৮০.১৫%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫৪%, ব্যবসা ৮.৩৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ২.০৬%, চাকরি ৩.০৫%, নির্মাণ ০.৫২%, ধর্মীয় সেবা ০.১৫%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.১০% এবং অন্যান্য ৩.০৫%। কৃষিভূমির মালিকানা ভূমি মালিক ৬০.০৯%, ভূমিহীন ৩৯.৯১%। শহরে ৬৭.০৪% এবং গ্রামে ৫৯.৬৭% পরিবারের কৃষিজমি য়েছে।

❖ **প্রধান কৃষি ফসল**

ধান, তামাক, গম, আলু, পাট, ভুট্টা, শাকসবজি।

❖ বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি

তিল, তিসি, চিনা, যব, কাউন, মিষ্টি আলু, অড়হর, কাপাস তুলা।

❖ প্রধান ফল-ফলাদি

আম, কাঁঠাল, জাম, কলা, পেঁপে, লিচু। মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার মৎস্য ২৪৪০, গবাদিপশু ২৮, হাঁস-মুরগি ১২, নার্সারি ৩৫।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৫৫৪ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২০ কিমি, কাঁচারস্তা ৪০০ কিমি।

❖ বিদ্যুৎ ব্যবহার

উপজেলার সবক'টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮.০২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

❖ পানীয় জলের উৎস

নলকূপ ৮৫.৫৫%, পুকুর ০.৪৯%, ট্যাপ ০.৩৬% এবং অন্যান্য ১৩.৬০%।

❖ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩, কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র ১।

❖ হাট বাজার ঃ

জলঢাকা বাজার, রাজারহাট বাজার, পূর্ব খুটামারা চৌপুতি বাজার, মীরগঞ্জ হাট, চৌধুরীর হাট, টেংগনমারী হাট, নওয়াবগঞ্জ হাট, কৈমারী হাট, কালীগঞ্জ হাট, দিয়াবাড়ী বাজার, খেরকাঠি হাট, বালাগ্রাম হাট, ডাকালীগঞ্জ হাট, বিন্নাবাড়ী বাজার।

❖ নদ-নদী ঃ

জলঢাকার উল্লেখযোগ্য নদী তিস্তা, বুড়ি তিস্তা। নদীতে জেলেরা মাছ ধরে। বর্ষা মৌসুমে নদী তার জীবন ফিরিরে পায় এ কুল থেকে ও কুল শুধু পানি আর পানি। বর্ষার পানি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে করে দূর্বিসহ। বর্ষা মৌসুমে প্রবাহিত পলি মাটি এ অঞ্চলের জমিকে করে উর্বর ।

❖ প্রচলিত খেলা ঃ

এ উপজেলায় প্রচলিত লোকখেলার মধ্যে রয়েছে- গোলস্নাছুট, দৌড়াদৌড়ি, হা-ডু-ডু, বুড়ি ছি, বৌ ছি, কানা মাছি, চেংগু পেন্টি, কিতকিত, ছোপাছুটি, ইকরি বিকরি, নাগরদোলা, ওপেন্টি বাইস্কোপ, ইচিং বিচিং, সাত খোলা, মার্বেল, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম ঘুড়ানো, গাড়াগাড়ি, ঠগা খেলা, ব্যাঙ ঝাঁপ, দড়ি খেলা, গুটি খেলা, পাতা ছেড়া খেলা, চড়ুই ভাতি, চকচ্চাল খেলা, ডিগ্গেল খেলা প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা। জলক্রীড়ার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। প্রচলিত আধুনিক খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাড মিন্টন, দাবা, লুডু প্রভৃতি।

জলঢাকা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, হেল্থ বুলেটিন, ২০২০। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে জলঢাকার অবস্থান সর্ম্পকিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

জলঢাকা উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮০ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা যায় যে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশী। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের এই অবস্থান বিবেচনায় নিয়েছে।

ছক-১ঃ জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

একনজরে জলঢাকা উপজেলা ঃ	
▪ আয়তন	ঃ ৩২৮.৯০ বর্গ কিলোমিটার
▪ জনসংখ্যা	ঃ ৩,১৭,৪৮৫ (২০১০)জন
▪ জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঃ ৮৩৬ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)
▪ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	ঃ ১.৪৭ %
▪ মোট পরিবার সংখ্যা	ঃ ৬৯,০১৯ টি
▪ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা	ঃ ৪০ % (প্রায়)
▪ জলঢাকা উপজেলার শিক্ষার হার	ঃ ৫৬%
▪ নির্বাচনী এলাকা	ঃ ১৪-নীলফামারী-০৩
▪ থানা	ঃ থানা-১ (এক) টি
▪ ইউনিয়ন	ঃ ইউনিয়ন-১১ (এগার)ও পৌরসভা-১(এক) টি
▪ মৌজা	ঃ ৬৮ টি
▪ সরকারি হাসপাতাল	ঃ ১ (এক) টি (৫০ শয্যা)
▪ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক	ঃ স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র-৪টি, কমিউনিটি ক্লিনিক -৩২ টি
▪ পোষ্ট অফিস	ঃ ১৬ টি (প্রধান ডাকঘর - ১টি এবং শাখা ডাকঘর -১৫টি)
▪ নদ-নদী	ঃ ৭(সাত) টিঃ তিস্ড়া, বুড়িতিস্ড়া, ধূম, দেওনাই, ধাইজান, আউলিয়াখানা এবং চাড়ালকাটা
▪ হাট-বাজার	ঃ ২৮(আটাশ) টি
▪ ব্যাংক	ঃ সোনালী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন, অগ্রনী, ব্র্যাক ও ইসলামী ব্যাংক

উপজেলার মানচিত্রঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন' যা ভবিষ্যতের পরিকল্যাণ প্রণয়নের জন্য ব্যবহার কর হবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেষন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যেগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রনয়েণে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ০৩ (তিন)টি অংশ রয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে উন্নয়ন কার্যক্রম, এসডাব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষণ ও খাতওয়ারী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ উপজেলাকে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্য হল উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীণ সম্পদের সাথে সাথে ছাড়নো ছিটানো অন্যান্য সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন পরিষদ ও এনবিডিসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প বা উন্নয়ন উদ্যোগের সামষ্টিক ও পরিপূরক ফলাফল অর্জন করতে পারে। একইভাবে বার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারণা নিতে হবে। এনবিডি, এমপি, এনজিও, সিএসও এমনকি ব্যক্তি উদ্যেগে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ এনবিডি সমূহের চলমান প্রকল্প, ইউনিয়নসমূহে চলমান জাতীয় প্রকল্প সমূহকে চলমান সকল প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP-3/4)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরে সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (NBIDGPS)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩
সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-1)	শিক্ষা	জলঢাকা উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরে সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	শিক্ষা	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	শিক্ষা	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক	চলমান কর্মসূচি

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
			বিদ্যালয়	
School Level Implementation Plan (Slip)	শিক্ষা	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলা সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি
জনগুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (IRIDP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করা।	রলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-২০২০
রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিবৃ ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নসেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিবৃ ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)	অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মান করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-2)	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	অবকাঠামো উন্নয়ন	এই প্রকল্পে আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	অবকাঠামো উন্নয়ন	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (জঈওচ)-এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ	অবকাঠামো	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে	উপজেলার	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
উন্নয়ন প্রকল্প	উন্নয়ন	সড়ক নির্মাণ ও সেচ নালা পাকা করা হবে।	সকল ইউনিয়ন	
কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর (টি আর/কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছেয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান আসছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
টি আর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। জলঢাকা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (১ কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ভিজিএফ কার্যক্রম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
১. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২. অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি	জনস্বাস্থ্য	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র উপজেলার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১৫ সাল হতে চলমান ২. ২০১৭ সাল

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
সরবরাহ প্রকল্প ৩. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৪. পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প		ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় নিরাপদ পানির কাভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌছেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় স্যানিটেশন কাভারেজ ৮৮.৬৩% এ পৌছেছে।		হতে চলমান ৩. ২০০৩ সাল হতে চলমান ৪. ২০১৩ সাল হতে চলমান
কমিউনিটি ক্লিনিক	স্বাস্থ্য	উপজেলা ৩৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইপিআই কার্যক্রম	স্বাস্থ্য	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৯৯ টি ওয়ার্ডে---- টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু রয়েছে।)	পরিবার পরিকল্পনা	গর্ভবর্তী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১। গর্ভবর্তী মায়ের ANC ও PNC সেবা নিশ্চিতকরণ; ২। নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণ; ৩। শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ; ৪।কিশোর-কিশোরীদরে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; ৫। স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬। স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭। বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়; ৮। অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯। পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর
UH&FWCগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলাধীণ ১১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মাদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে মায়েদের- ১। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেুলিভারী করানো যাবে। ২। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানো সম্ভব। ৩। প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পণা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর
গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	পরিবার পরিকল্পনা	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে ১। বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। ২। পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে। ৩। মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৪। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৫। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী	পল্লী উন্নয়ন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রকল্পটি উদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামিণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিনব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন- সেলাই, এমব্রয়ডায়েরী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। পলে জলঢাকা উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
পিআরডিপি-৩	পল্লী উন্নয়ন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিস স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালর্ভাট, স্কুল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্কীমের ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০% (৭০,০০০/- টাকা) এবং গ্রামবাসীর অংশ ২০% (২০,০০০/- টাকা) এবং ইউপির অংশ ১০% (১০,০০০/- টাকা)।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	কৃষি	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ০৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন,	কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প		হতে নামে চলমান আছে।		
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ০৮ টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরূপন করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	কৃষি	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ ও শ্রম এবং সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	কৃষি	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃষি সেবা প্রদান করা যাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	কৃষি	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	কৃষি	অত্র উপজেলার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	প্রাণিসম্পদ	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ দিনব্যাপী ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্প-এর কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
লাইভষ্টোক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	প্রাণিসম্পদ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মৎস্য	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	মৎস্য	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুষ) ও ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/- (সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ১৮৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	সমাজসেবা	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলায় মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	সমাজসেবা	গরীব ও দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী	সমাজসেবা	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্বিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
উত্তরবঙ্গের ০৭ (সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)	যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ০৭ (সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)-এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর।
ভিজিডি চক্র	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র ও গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- (আটশত) টাকা হিসাবে	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
		ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।		
মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডএঞঈ)	মহিলা বিষয়ক	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং বিউটিফিকেশন ০২ টি ট্রেডে ৪০ (চল্লিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/ টাকা হিসাবে ভাতা প্রদানসহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান	মহিলা বিষয়ক	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	মহিলা বিষয়ক	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
বৃহত্তর রংপুর জেলা টেকসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	বন	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কি.মি. সড়কে ঝঃৎববঃ চষধহঃধঃরড়হ -এর আওতায় বৃক্ষরোপন করা হয় এবং ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	সমবায়	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ১,৩৬০ জন সুফলভোগীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমবায় সমিতি নিবন্ধন	সমবায়	১৪৩ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫৭০ জন, সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	সমবায়	১৪৩ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়	প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্বয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	সমবায়	জলঢাকা উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প				

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
জমি আছে ঘর নাই	আবাসন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত "জমি আছে ঘর নাই" প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলার ৭৭২ টি গরীব ও দুঃস্থ গৃহহীন পরিবার যাদের জমি আছে ঘর নাই এদের জন্য ১ কামারাবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২১
জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প	অবকাঠামো উন্নয়ন	এই প্রকল্পের আওতায় জলঢাকা উপজেলায় একটি তিন তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।		

রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেদ্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, " আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"জলঢাকা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযেগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহ:

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দপ্তরের চলমান এবং আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য কার্যাবলীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়(২০২২-২০২৩) বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় স্টেকহোল্ডার কর্তৃক শিক্ষা, স্বাস্থ্য,পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা উন্নয়ন, শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, জনসাস্থ্য, যুব ক্রীড়া, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়,সংস্কৃতি এবং মহিলা ও শিশুকল্যাণ, কৃষি, সেচ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ,উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ক খাতভিত্তিক উন্নয়ন চাদিা অর্ন্তভুক্তকরনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল,এডিপি এবং ইউজিডিপির অনুদান ও অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার পরিকাঠামো নির্ধারন করা হয়েছে। উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক কমিটি এবং উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জলঢাকা উপজেলা পরিষদ তার আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার সূচকে তাদের অবস্থান, সমস্যা, সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নিম্নোক্ত খাতগুলো চিহ্নিত করেছে:

প্রথম উন্নয়ন অগ্রাধিকার-শিক্ষা উন্নয়ন,শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ : উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও উপকরনের স্বল্পতা রয়েছে। ফলে শিক্ষার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছেনা। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উন্নয়ন,শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহকে **১ম** উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করেছে।

দ্বিতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার- স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ: জলঢাকা উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া ডোমার উপজেলায় সরকারী ব্যবস্থপনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা, সচেনতনতা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য উপকরণ/যন্ত্রপাতি সরবরাহ ব্যবস্থায় যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিৎ হচ্ছে। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে ২য় উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

তৃতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার- জনসাস্থ্য: জলঢাকা উপজেলাায় জনস্বাস্থ্য, হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা এবং ওয়াশব্লক, পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো/স্থাপনার অভাব বিদ্যমান। জলঢাকা উপজেলায় পরিবার,সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাইজিন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাড (২০২২-২০২৩) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়কে ৩য় উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

চতুর্থ উন্নয়ন অগ্রাধিকার-কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ: জলঢাকা উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেচনালার অবস্থা খুবই অপ্রতুল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলঢাকা উপজেলা পরিষদ কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রনীত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০২২-২০২৩) ৪র্থ **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পঞ্চম উন্নয়ন অগ্রাধিকার-পরিবহন ও যোগাযোগ: জলঢাকা উপজেলার পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার কারনে স্থানীয় জনগন তাদের যোগাযোগ ও পন্য পরিবহনে নানাবিদ সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০২২-২০২৩) পরিবহন ও যোগাযোগ খাতকে ৫ম উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

৬ষ্ঠ উন্নয়ন অগ্রাধিকার-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ: জলঢাকা উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত একটি সম্ভাবনাময় খাত। কিন্তু এ খাতে দক্ষ জনবল, উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষনের অভাব রয়েছে। তাই জলঢাকা উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন

কাঙ্খিত মাত্রায় হচ্ছেনা। তাই ডোমার উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০২২-২০২৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে ৬ষ্ঠ উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সপ্তম উন্নয়ন অগ্রাধিকার- মহিলা উন্নয়ন,শিশু ও সমাজকল্যান: জলঢাকা উপজেলায় নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তার অভাবে নারী উন্নয়ন ও শিশুকল্যানে অনেক বেশী পিছিয়ে রয়েছে।স্থানীয় মহিলাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষন, উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পুজি ও প্রনোদনার অভাব রয়েছে । তাই নারী উন্নয়ন কার্যক্রম কাঙ্খিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজে নারীরা পিছিয়ে থাকলে সমান্তরালভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যহত হবে। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ কে সপ্তম উন্নয়ন অগ্রাধিকার কাত হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে।

অষ্টম উন্নয়ন অগ্রাধিকার- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়: প্রশিক্ষন, আর্থিক প্রনোদনা এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারনে স্থানীয় গ্রামীন জনপদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ব্যবস্থার কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নয়ন হয়নি। । তাই জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়নকে অষ্টম অগ্রাধিকার উন্নয়ন খাত হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

নবম উন্নয়ন অগ্রাধিকার-যুব ক্রীড়া, সংস্কৃতি উন্নয়ন: জলঢাকা উপজেলায় সমন্বিত পরিকল্পনা,উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যক্রম অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। ফলে স্থানীয় যুবসমাজ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের যুব,ক্রীড়া,খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বাজেটে বরাদ্ধ বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহন করছে। তাই জলঢাকা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০২৩-২০২৪) যুব ক্রীড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমকে অষ্টম উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত হিসাবে নির্ধারন করেছে।

দশম উন্নয়ন অগ্রাধিকার- উপজেলা পরিচালন ও আইন শৃংখলাঃ উপজেলা পরিচালন ও আইন শৃংখলা প্রতিপালন এবং জলঢাকা উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের জন্য পরিচালন ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন দরকার। তাছাড়া সুষ্ঠভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের আরো সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই উপজেলা পরিচালন ও আইন শৃংখলা প্রতিপালন বিষয়কে দশম উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

জলঢাকা উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০২৪-২০২৫) নির্বাচিত ও পরিকল্পিত অগ্রাধিকার, পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন খাত এবং পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন উপ-খাতকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস্থ করা হয়েছেঃ

নির্বাচিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন অগ্রাধিকার	*পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন খাত*	*পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন উপ-খাত*
প্রথম **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	**শিক্ষা**	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ
		উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলার উপকরন সরবরাহ
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও সাউন্ড বক্স সরবরাহ
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার,টেবিল ও আলামারী সরবরাহ
		উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরন
		উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণি পাঠদান বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
		বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন শ্রেণিপাঠদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ
		উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		উপজেলার শিক্ষার্থীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোরীদের জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হ্যান্ডওয়াশিং বেসিন/প্লান্ট স্থাপন
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশব্লক নির্মাণ/ছাত্রীদের জন্য হাইজিন কর্ণার নির্মান
		উপজেলার শিক্ষার্থীদের বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
দ্বিতীয় **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	**স্বাস্থ্য সেবা**	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংস্কার,সম্প্রসারন এবং নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ
		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ বিষয়ক প্রকল্প
		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ
		করোনা প্রতিরোধে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ
		নিরাপদ প্রসবের জন্য টিবিএদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		নব দম্পতি ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম মায়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রন বিষয়ে সচেতনতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহারের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক এবং ধুমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে পানির পাইপ লাইন ও টিউবওয়েল স্থাপন
		নিরাপদ খাবার তৈরী ও পরিবেশনে হোটেল মালিক এবং শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		গর্ভবর্তী মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচতনতা উন্নয়ন বিষয়ক অরিয়েন্টেশন
		অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের অপপ্রয়োগ রোধে ফার্মেসী মালিক ও পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ
		ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা
তৃতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার	জনস্বাস্থ্য	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল সরবরাহ
		হাট বাজারে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে নলকুপ স্থাপন
		উপজেলার বিভিন্নি হাট বাজারে ডাস্টবিন পিট স্থাপন

নির্বাচিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন অগ্রাধিকার	*পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন খাত*	*পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন উপ-খাত*
		হাট-বাজারে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন/পুন:সংস্কার
		উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ওয়াশব্লক নির্মাণ
		টিউবওয়েলের পানির আর্সেণিক পরীক্ষা করা
		শিক্ষার্থীদের হাইজিন ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন
		উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে হ্যান্ডওয়াশিং প্লান্ট স্থাপন
চতুর্থ উন্নয়ন অগ্রাধিকার	**কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ**	কীটনাশক, রাসায়নিক সার ও বীজ ডিলারদের সচেতনতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		মাল্টা,ড্রাগন ও কফি চাষ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে কৃষক প্রশিক্ষণ
		তরমুজ ও ভাঙ্গি চাষে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		উচ্চ মূল্য সজী ও ফল চাষে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা প্রশিক্ষন
		উচ্চ ফলনশীল মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদনে কৃষক প্রশিক্ষণ
		সানফ্লাওয়ার (সূর্যমুখী) চাষ বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষন
		মৌচাষীদের আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		আধুনিক পদ্ধতিতে মিশ্র ফল চাষ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসুচি
		উচ্চ ফলনশীল মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদনে কৃষক প্রশিক্ষণ
		সেচ নালা নির্মান ও ইউ ড্রেন নির্মাণ
		কৃষকদের মাঝে ফুট পাম্প স্পেয়ার ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ
পঞ্চম উন্নয়ন অগ্রাধিকার	**পরিবহন ও যোগাযোগ**	উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা,পুকুর পাড়ে প্যাল্যাসাইডিং ও গাইডওয়াল নির্মাণ,
		উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা এইচবিবিকরন ও রাস্তা নির্মাণ
		উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গাইড ওয়াল নির্মাণ,
		উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট কালভার্ট নির্মান ও সংস্কার
		উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুস্থ-দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন সরবরাহ,
		পানি নিষ্কাষনের জন্য আরসিসি রিং পাইপ ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ,
		উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে পয়:নিস্কাশন ও ড্রেনেজ নির্মাণ
		পয়: নিষ্কাশনের জন্য উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে সারফেস ড্রেন নির্মাণ
		ইলেক্ট্রিসিয়ান এবং রং মিস্ত্রিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ইলেক্ট্রিক ও হাউস ওয়ারিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		নিরাপদ সড়ক পরিবহনে মোটর শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
৬ষ্ঠ উন্নয়ন অগ্রাধিকার	**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ**	মিশ্র মাছ চাষ বিষয়ে মাছ চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		গাভী পালন বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা উন্নযন প্রশিক্ষন
		ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য বেকার যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খাকি ক্যাম্বেল হাস পালন বিষয়ে খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		ভ্যাকসিন প্রয়োগের দক্ষতা উন্নয়নের ভ্যাকসিনেটর গ্রুপের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		নিরাপদ মাংস বিক্রয়ে মাংস বিক্রেতাদের(কসাই) সচেতনতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		দেশীয় মাছ চাষ বিষয়ে মৎস্য চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁসের খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		নিরাপদ মাংস উৎপাদনের জন্য আধুনিকভাবেগবাদীপশু খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		আধুনিক পদ্ধতিতে সুষম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		গবাদী পশুর চিকিৎসার জন্য খুরা রোগ ও কৃমিনাশক ভ্যাকসিন সরবরাহ
		ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র সংস্কার

নির্বাচিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন অগ্রাধিকার	পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন খাত	পরিকল্পিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন উপ-খাত
		কৃত্রিম প্রজননের বীজ সংরক্ষনের জন্য ফ্লাক্স সরবরাহ
সপ্তম **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	মহিলা,শিশু ও সমাজকল্যান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য মাদক বিরোধী প্রচারনা/ক্যাম্পেইন
		বেকার যুব নারীদের জন্য ব্লক বাটিক প্রশিক্ষন
		বিউটি পার্লার বিষয়ে যুব মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		নারীদের জন্য বাশের জিনিস পত্র তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষন
		এমব্রয়ডারী ও এপ্লিক কারুকাজে গ্রামীন নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও মাদকের কুফল বিষয়ে প্রচারনা
		দু:স্থ্যনারী ও বেকার যুবতীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষন প্রদান
		প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টার্কি মুরগী পালন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন
অষ্টম **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		নকশী কাথা সেলাই বিষয়ে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		পরিবার পর্যায়ে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (হাঁস-মুরগী,ছাগল পালন,বসত ভিটায় সবজী চাষ) বিষয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		গ্রামীন নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিউটি পার্লার বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		শতরঞ্জি ও ম্যাট তৈরী বিষয়ে গ্রামীন নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
নবম **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বেকার যুবদের জন্য কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান
		ব্লক বাটিক বিষয়ে যুব নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		বেকার যুবদের জন্য গরু মোতাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষন
		বেকার যুবকদের জন্য ইলেক্ট্রিক ও হাউস ওয়ারিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব ক্লাব সংগঠনে খেলাধুলার উপকরণ সরবরাহ
		বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য মোটর ড্রাইভিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
দশম **উন্নয়ন** অগ্রাধিকার	পরিচালন ও আইন-শৃংখলা	সিটিজেন চার্টার (নাগরিক সনদ) ও তথ্য সেবা প্রদান বিষয়ে অরিয়েন্টেশন
		বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী বিধানাবলী বিষয়ে অরিয়েন্টেশন
		দুর্যোগকালীন উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ে ইউনিয়ন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মহড়ার আয়োজন
		খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহারের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক এবং ধুমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		ই-নথি ও ই-ফাইলিং বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		আধুনিক ভুমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন অরিয়েন্টেশন
		নারী বান্ধব ও দরিদ্র বান্ধব প্রকল্প প্রনয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন।
		উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি উন্নয়ন/তৈরী বিষয়ক কর্মশালা
		ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা
		বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ন বিষয়ে অরিয়েন্টেশন
		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা,বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
		পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিভিউকরণ প্রশিক্ষন/অরিয়েন্টেশন

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচী বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্জনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামে অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচলা করবেন এবং একটি সংক্ষিত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি এবং অর্জন তুলে ধরা। অসামঞ্জস্যতা নিরূপন করে থাকে। টিজিপি-এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসারিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করতে করবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পণার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
৪. স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয় সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনামাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে

কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এত কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করেছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।